সমকাল

তারিখ ....01 SEP 2015...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম.....৬.....

উপাচার্যের সঙ্গে অনেক দূরত্ব তৈরি হয়েছে

অধ্যাপক ড. মো. সামসুল আলম

আহ্বায়ক, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ

সাক্ষাৎকার

সমকাল : রোববারের ঘটনা নিয়ে কিছু বলবেন?

মো. সামসুল আলম : যে ঘটনাটা ঘটল তা নিন্দনীয়। আমরা সকাল ৮টা থেকে ৫টা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচি গ্রহণ করি। আমাদের একটাই দাবি– উপাচার্যের অপসারণ কিংবা পদত্যাগ। পূর্বঘোষিত এ কর্মসূচি পালনের জন্য সকাল ৭টায় আমরা ৩-৪ জন গিয়ে দেখি ওরা (ভিসি ভবনের সামনে) বসে আছে।

সমকাল : ওরা বলতে কারা?

সামসুল আলম : ওদের জিজ্ঞেস করি, তোমরা কি ছাত্র? আইডি কার্ড আছে? কিছুক্ষ পরে দেখি, ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাও রয়েছে। আমরা ছাত্রলীগের দায়িত্বশীল হিসেবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ডেকে কথা বলি। তাদের প্রশ্ন করি– এরা কারা? তারা এদেরকে সাধারণ ছাত্রছাত্রী বললে আমরা জানাই, এখানে তো তোমাদের সংগঠনের সবুজ, সাঈদ, অঞ্জন রয়েছে। তারা বলল, স্যার এদের দায় আমরা নেব না। সেখানে আমরা অন্য শিক্ষকদের অপেক্ষায় ৮-৯ জন ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এর মধ্যে উপাচার্য কিছু লোক নিয়ে এলেন। এ সময়ে পেছন দিক থেকে ছাত্রলীগের কয়েকজন আমাদের ধাক্কা মারে। এর মধ্যে উপাচার্য অফিসে ঢুকে গেলেন। অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন হকসহ কয়েকজন শিক্ষক মেইন গেট পর্যন্ত গেলেন। সেখানে ইয়াসমিন হকসহ কয়েকজনকে লাঞ্ছিত করা হয়। এর মধ্যে পুলিশ এসে আমাদের সহযোগিতা করতে বললে আমরা বলি, আপনারা দেখছেন তারা শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করছে। তাদের সরিয়ে দিন। ছাত্রলীগের নামধারীদের তো দেখা যাচ্ছে। শিবিরের ছেলেদেরও দেখা যাচ্ছে, ছাত্রদলও রয়েছে। এখন সবাই ছাত্রলীগ হয়ে গেছে।

সমকাল : উপাচার্য অভিযোগ করেছেন, আপনারা তাকে লাঞ্ছিত করেছেন।

সামসুল আলম : আমরাও তো শিক্ষক। শিক্ষক হিসেবে আরেক শিক্ষকের ওপর হাত তুলতে শিখিনি।

সমকাল : কিন্তু আপনারা তাকে অফিসে প্রবেশে বাধা দিতে চেয়েছেন।

সামসুল আলম : আমরা ওখানে বসব, অবস্থান নেব– এটাই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আগেই বসে পড়ে।

সমকাল : কিন্তু উপাচার্যের অভিযোগ নিয়ে কী বলবেন?

সামসুল আলম : আমরা যেহেতু রাস্তায় দাঁড়িয়ে, উনি যাবেন কেন? জোর করে ছাত্রদের নিয়ে শিক্ষকদের আঘাত করে চলে যাবেন?

সমকাল : আপনারা দীর্ঘ দিন ধরে যে আন্দোলন করছেন, তার প্রেক্ষাপট কি বলবেন?

সামসুল আলম : ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে সম্ভবত আগের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ উদ্দিনের মেয়াদ শেষ হয়। এর পর বর্তমান উপাচার্য আসেন। আমাদের সরকার একজনকে মনোনীত করেছে; আমরা দ্বিমত পোষণ করিনি। আমাদের অনেক শিক্ষকের এ নিয়োগ পছন্দ হয়নি। কিন্তু উপাচার্যকে তো সম্মান করতে হবে। আমরা গিয়েছি, সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছি। আমরা দেশকে ভালোবাসি বলেই এ প্রতিষ্ঠানে এসেছি। পরিবারসহ বিদেশে থাকার সুযোগ রয়েছে আমাদের প্রায় সবার। দায়িত্ব নেওয়ার কিছুদিন পর থেকে তিনি বলতে থাকেন, আমার সুতা খুব শক্ত। প্রকৃতপক্ষে তার ব্যবহারে অনেকেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। শিক্ষকদের গাড়ি প্রয়োজন। উনি সব গাড়ি নিয়ে আত্মীয়স্বজনদের খেদমত করান। এভাবে প্রায় দু'বছর গেল। উনি কথা দিয়েছেন, ঠিকভাবে চলব। কিন্তু আমাদের সঙ্গে উনি অ্যাডজাস্ট করতে পারেননি। সবখানে শুধু গ্যাপ। এসব আসলে কিছুই হতো না, যদি উনি এমন না করতেন। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় দেশের প্রথম বিশেষায়িত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এসে তিনি কীভাবে চালাবেন?

সমকাল : আন্দোলনের এক পর্যায়ে অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়টিও সামনে নিয়ে এলেন কেন?

সামসুল আলম : শুরুতে আমরা এসব বুঝতে পারিনি। দেখা গেল একটার সঙ্গে আরেকটা যুক্ত। তার অসদাচরণ মেনে নিয়েই আমরা দীর্ঘ দিন একত্রে কাজ করেছি। কিন্তু দেখা গেল অনেকেই তার সঙ্গে কাজ করতে রাজি নন। যা হোক, ১৪ এপ্রিল রাতে আমরা কয়েকজন তার সঙ্গে বসি, পরামর্শ দিই। কিন্তু উনি প্রফেসর ইয়াসমিন হককে ডাকেন; আমাকে জানাননি। আমি গ্রুপের আহ্বায়ক।

সমকাল : শিক্ষামন্ত্রী আপনাদের সঙ্গে বলেছেন, হয়তো কোনো আশ্বাস দিয়েছেন?

সামসুল আলম : শিক্ষামন্ত্রী আমাদের বলেছেন, আমাকে কিছুদিন সময় দিন। আপনাদের আন্দোলন ঠিক আছে। শুধু একটা অনুরোধ করব, ভিসি ভবনের সিঁড়িতে আর বসবেন না। এটা খারাপ লাগে। সরকার বিব্রত হয়। আন্দোলনের ধরন চেঞ্জ করেন।

সমকাল : মন্ত্রণালয় থেকে আন্দোলন বন্ধ রাখার আহ্বান জানিয়ে চিঠি পেয়েছেন, কিন্তু মানেননি কেন?

সামসুল আলম : আহ্বান জানিয়েছে; আন্দোলন নিষেধ তো করেনি।

সমকাল : কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আসা চিঠিতে তো আন্দোলন বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে...।

সামসুল আলম : এই চিঠিতে আসলে ইউনিভার্সিটির বাস্তব পরিস্থিতি উঠে আসেনি। বাস্তবতার কোনো মিল না। বরং দুর্নীতিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এতে দেখবেন, শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারবে না। কিন্তু কর্মকর্তা-কর্মচারী তো নিয়োগ দিতে পারবে। এখন শিক্ষক নিয়োগ যদি বন্ধ রাখি, তাহলে ইউনিভার্সিটি চলবে কীভাবে। পড়াবে কে?

সমকাল : এ আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক নেই। এমনকি আপনাদের গ্রুপের অনেকেই নেই...।

সামসুল আলম : আপনারা আজ দেখেছেন শতাধিক শিক্ষক আছেন।

সমকাল : কিন্তু আপনাদের গ্রুপের মধ্যেও তো দ্বিমত আছে। আপনাদের গ্রুপ থেকে নির্বাচন করে শিক্ষক সমিতির সভাপতি হয়েও প্রফেসর ড. কবির হোসেন আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

সামসুল আলম : আসলে আমাদের জন্য এটা দুর্ভাগ্য। বঙ্গবন্ধুর সময় খন্দকার মোশতাক ছিল না?

সমকাল : আপনাদের গ্রুপ থেকে ফারুক উদ্দিন অভিযোগ করেছেন, কবির হোসেন শিবির করতেন। এখন আপনাদের গ্রুপ হচ্ছে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থিদের নিয়ে। তাহলে জামায়াত-শিবির কীভাবে আসে? উনি কীভাবে আপনাদের গ্রুপ থেকে নির্বাচন করে শিক্ষক সমিতির সভাপতি হলেন?

সামসুল আলম : কিছু সন্দেহ ছিল। কিন্তু সেটা প্রকাশ পায়নি, করেনি। খন্দকার মোশতাকের মতো মানুষও তো ঘাপটি মেরে ছিল।

সমকাল : বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ তো এক সময় আপনাদের সঙ্গেই ছিল...।

সামসুল আলম : তারা নিয়োগ নিয়ে অন্যায় দাবি তোলা শুরু করল। তখন আর তাদের সঙ্গে হচ্ছিল না। আরও কিছু সমস্যা আছে– টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি। এসব অনৈতিক কর্মকাণ্ডে এক দল জড়িত।

সিলেটের শাবিপ্রবির সাম্প্র
আন্দোলনকারী শিক্ষক নেতা
ব্যুরোপ্রধান চয়ন চৌধুরী ও